দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 09 FEB 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

৫

২৫ বছরেও গৌরীপুর কলেজটি সরকারীকরণের ব্যবস্থা হয়নি

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ), ৭ই ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— ময়মনসিংহ জেলার অধুনালুপ্ত সদর (উঃ) মহকুমার একমাত্র প্রাচীনতম ডিগ্রি কলেজটি গত ২৫ বছরেও সরকারীকরণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

১৯৬৪ ইং সালে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী লোকজনের সক্রিয় সহযোগিতায় পুরানো একটি জমিদার বাড়ীতে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে এই কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪ হাজারের ওপর। কলেজের শিক্ষক সংখ্যা ৩৮ জন, কর্মচারীর সংখ্যা ২০ জন। বর্তমানে কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে চলছে। এছাড়া কলেজ লাইব্রেরীতে বহু দুষ্প্রাপ্য বই, ৪টি বৃহৎ ল্যাবরেটরী এবং ইনটারমিডিয়েট ও ডিগ্রি ২টি ছাত্রাবাস রয়েছে। এছাড়া রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র।

বর্তমানে কলেজটিতে অধ্যাপক-কর্মচারীদের বেতন, আবাসিক সমস্যা, পাঠাগার, কমনরুম, অডিটরিয়াম এবং আরও ছাত্রাবাসসহ বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। ছাত্র বেতন, সরকারী মঞ্জুরি এবং কলেজের সম্পদ থেকে আয় দিয়ে কোনক্রমে চলছে। ফলে বাধ্য হয়েই কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যয় চালানোর জন্য অনিয়মিত আয়ের উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়। উল্লেখ্য যে, প্রতিমাসে এই কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ও আনুষঙ্গিক ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৮০ হাজার টাকা। বিভিন্ন সময়ে গাবেক রাষ্ট্রপতিসহ কয়েকজন মন্ত্রী এ কলেজ সরকারীকরণের আশ্বাস দেন, কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

পরবর্তী পর্যায়ে গত ৮।২।৮৪ইং তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের (২১৯৯৫ এফ নং) চিঠির মাধ্যমে কলেজটি সরকারীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কলেজের যাবতীয় কার্যকলাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা (এনবারগো) আরোপ করেন এবং কলেজটির প্রাশাসনিক সকল প্রকার জরিপ ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করা হয়।

এদিকে এই কলেজটি সরকারীকরণের দাবীতে গত ১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে গৌরীপুরে সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং ছাত্র ঐক্য পরিষদ গৌরীপুর কলেজ ছাত্র সংসদ ও এলাকাবাসীদের উদ্যোগে কলেজ সরকারীকরণের দাবীতে গৌরীপুরে অর্ধ দিবস হরতাল পালন করা হয়। এই সমাবেশ, বিক্ষোভ ও হরতাল করার অভিযোগে ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসন কলেজটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে দেন। পরে এলাকাবাসী ও ছাত্রছাত্রীদের দাবীর মুখে এক মাসের অধিক সময় পরে কলেজটি খুলে দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে

(২-এর পাতায় দেখুন)

গৌরীপুর কলেজটি

(১০ম পাতার পর)

গৌরীপুর উপজেলা পরিষদ কলেজটি সরকারীকরণের জন্য একটি রেজুলেশন করে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। এছাড়া কলেজটি জাতীয়করণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে কলেজের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরও কলেজটি সরকারীকরণের জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়নি।

উল্লেখ্য, অধুনালুপ্ত ময়মনসিংহ সদর (উত্তর) মহকুমায় কোন সরকারী কলেজ নেই।